সম্পাদকীয়

প্রিয় নবী মোস্তফা সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম-এর মাস হিসেবে খ্যাত অত্যন্ত ফজিলতপূর্ণ মাস শা'বান আমাদের কাছে সমাগত। এ মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সৌভাগ্য রজনী হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যা সবার কাছে পবিত্র শবে বরাত হিসেবে পরিচিত। এ সম্পর্কে ক্বোরআন পাকেও বলা হয়েছে 'লায়লাতুল মোবারাকাতু' অর্থাৎ বরকতময় রজনী, মঙ্গলময় রাত। মহানবী সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম এ মহান রাতের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখ করেন, এ মোবারকময় রাতে বিনিদ্র যাপন করে খাঁটি অন্তরে নফল নামায আদায় করবে, পবিত্র ক্বোরআন তেলাওয়াত, জিকির-আজকার, বেশি করে দরূদ শরিফ পাঠ করবে এবং সারা রাত ইবাদত বন্দেগিতে কাটাবে, আল্লাহ্ পাক তাদের ক্ষমা করবেন এবং আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন। প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন লায়লাতুল বরাতকে সম্মান করো। মানুষের জন্ম-মৃত্যু, ভালো-মন্দ, রিজিক-দৌলত, মঙ্গল-অমঙ্গল এ পুণ্যময় রাতে নির্ধারিত হয় এবং আল্লাহর দরবারে প্রত্যেক বান্দার আমলনামা পেশ করা হয়।

বিশ্বের মুসলিমরা এ পবিত্র রাতে ইবাদত- বন্দেগিতে নিবেদিত থাকার চেষ্টা করে। নিজেদের অনভিপ্রেত কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। দুঃখ-বঞ্চনা, ব্যথা-বেদনা, অশান্তি অমঙ্গল থেকে মুক্তির জন্য মহান রবের অনুকম্পা চায়। এ বরকতময় রাতে পেছনের গুনাহর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে আগামীতে পুণ্য কাজে এগিয়ে যাবার সংকল্প হৃদয়ে দৃঢ় হয়।

মানুষের মাঝে শুভ চিন্তা, সৎকর্মের আদর্শ তাকে নতুনভাবে উজ্জীবিত করে। এ রাতে কেবল ব্যক্তিগত জীবন নয় জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে যা কিছু শুভ, সুন্দর ও কল্যাণকর তার জন্য প্রার্থনা করা হয়। সমাজে যে অন্যায় অবিচার অনাচার তা দূর করা এবং সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে মহান আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানানো হয়।

রমজানুল মোবারকের আগের মাস শা'বান। রমজানে সিয়াম সাধনার প্রস্তুতি মাস হিসেবেও একে বরকতময় মাস হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। শবে বরাতের দুই সপ্তাহ্ পর মাহে রমজান শুরু। এ রহমতের মাসের দরজা খুলে দেয়ার আগে ইবাদত বন্দেগির দিকে ধাবিত হতে লায়লাতুল বরাতে একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। এ রাতে বান্দা যেন ইবাদত ও প্রার্থনার মাধ্যমে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করে পবিত্র রমজানকে নিষ্কলুষ চিত্তে ধারণ করতে পারেন।

লায়লাতুল বরাতে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাদের পাপ মার্জনা করলেও কতিপয় শ্রেণীর মানুষের জঘন্য অপরাধ ক্ষমা করবে না। এর মধ্যে একটা হচ্ছে অন্যায়ভাবে হত্যাকারী। অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয় সমাজে এ ধরনের হত্যার ঘটনা বেড়ে চলেছে। লোভ-ক্ষোভ প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ও অসহিষ্ণুতার কারণে এ ধরনের ঘটনা ঘটছে, শুধু চুরি ডাকাতি, ছিনতাইয়ের কারণে হত্যাকাণ্ড হচ্ছে না। এমনকি জনক-জননী হত্যা করছে প্রিয় সন্তানকে। আবার জন্মদাতা পিতা-মাতাকেও খুন করতে দ্বিধা করছে না সন্তানরা। এ ছাড়া বাড়ছে আত্মহত্যার ঘটনাও। সমাজে এ ধরনের অনাচার অবিচার ও গর্হিত কার্যকলাপ থেকে পরিত্রাণ পেতে মহান আল্লাহর কাছে মুসলমানদের ফরিয়াদ জানাতে হবে এ মহান রাতে। আর উল্লিখিত শ্রেণীর জঘন্য অপরাধীরাও যদি এ মহিমান্বিত রাতে আল্লাহর দরবারে খালেস নিয়তে কৃতকর্মের জন্য তাওবা করে এবং ভবিষ্যতে ইবাদত ও পুণ্যকাজ করার অঙ্গীকার করে তবে রব্বুল আলামীন হয়তো তাদের ক্ষমা করতে পারে।

এ বারের শবে বরাত আমাদের জীবনে মুক্তি ও সৌভাগ্যের বারতা বয়ে আনুক, রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে শান্তি সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা, ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমরা যেন সেবা ও কল্যাণের পথে এগিয়ে যেতে পারি- মহান আল্লাহ পাকের দরবারে এ প্রার্থনা করি।

রমজান মাস শুরুর আগেই নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়তে শুরু করেছে। প্রতি বছর রমজানের আগ মুহূর্তে সরকার দ্রব্যমূল্যের লাগাম মানুষের ক্ষমতার মধ্যে টেনে রাখার অঙ্গীকার করলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটে না। অসৎ ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেট, মজুদদারি, কালোবাজারিসহ সরকারের অনিয়ন্ত্রিত বাজার ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। এবারও এ ব্যাপারে ব্যত্যয় হয়নি। এর মধ্যে বেড়েছে চালের দাম। বেড়েছে পেঁয়াজ-রসুন, আদা, ছোলা, ডাল ও চিনির দাম। সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার মানোন্নয়নে মূল্যস্তরকে সহনশীল পর্যায়ে ধরে রাখা যে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের জন্য অতি জরুরি। কেননা অনিয়ন্ত্রিত মূল্য ব্যবস্থা উৎপাদক শ্রেণী ও ভোক্তা শ্রেণী উভয়কে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

রমজান মাসে বিশেষ করে ছোলা চিনি ও সব ধরনের ডালের চাহিদা কয়েকগুণ বেশি থাকে। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ ব্যবস্থাকে সরকার নিশ্চিত করতে না পারায় এবং যথাযথ সরকারি মনিটরিং না থাকায় অসাধু ব্যবসায়ীরা ইচ্ছেমত পণ্যের দাম বাড়াচ্ছে। তাদের লোভ-লালসায় নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ যেন লুপ্ত হয়েছে। অথচ ইসলামে হালাল ব্যবসাকে উৎসাহিত করা হয়েছে। নবী করিম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলায়হি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা ব্যবসা কর, কেননা দশ ভাগের এক ভাগ রিজিক ব্যবসায় নিহিত। তিনি আরো এরশাদ করেন 'কোনো ব্যক্তি খাদ্যশস্য মজুদ করার ফলে যদি দাম বাড়ে বা বাজারে দুষ্প্রাপ্য হয় তা হলে সেই ব্যক্তি গুনাহগার হবে। কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়ানো, ওজনে কম দেয়া, ভেজাল দ্রব্য বিক্রি করা, কালোবাজারি, মজুদদারি ইসলামে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। আর যদি পবিত্র রমজানকে কেন্দ্র করে এভাবে মুনাফা লুটা হয় তা কত বড় গর্হিত তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাই এ ব্যাপারে ওই শ্রেণীর ব্যবসায়ীদের সংশোধন হওয়া প্রয়োজন। তাছাড়া দ্রব্যমূল্য সহনীয় পর্যায়ে রাখতে টিসিবিকে শক্তিশালী করা দরকার। অধিকন্তু বাজার মনিটরিং ব্যবস্থা যুগোপযোগী, নিয়মিত ও আরো ব্যাপক হওয়া জরুরি।